

💵 ইসলামী জীবন-ধারা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ কথাবার্তার আদব রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইযী

কথাবার্তার আদব-১

কথাবার্তার আদব নিয়ে লিখিত পুস্তিকা 'জিভের আপদ' পড়তে অনুরোধ করে এখানে কেবল কতিপয় আদবের শিরোনাম স্মরণ করিয়ে দেওয়া সঙ্গত মনে করি।

- ১। কথা বলার সময় জিভকে কাবু ও আয়ত্তে রেখে কথা বলুন। এমন কথা বলবেন না, যার ফলে আপনাকে জাহান্নাম যেতে হতে পারে।
- ২। কথা বললে ভালো ও উপকারী কথা বলুন, নচেৎ চুপ থাকুন। চুপ থাকাতে অনেক নিরাপত্তা আছে। অবশ্য প্রয়োজনে হক কথা বলতে চুপ থাকবেন না। সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দিতে ক্ষমতা থাকলে চুপ থাকবেন না। জেনে রাখুন যে, একটি ভালো কথা সদকার সমতুল্য। অতএব ভালো কথা বলতে কার্পণ্য করবেন না।
- ৩। যথাসম্ভব কম কথা বলুন। গপেদের গপবাজিতে জড়িয়ে যাবেন না। লোকেদের 'কি-কেন'-তে সময় নষ্ট করবেন না। জেনে রাখুন যে, আপনার প্রত্যেক কথা নোট করার জন্য তৎপর প্রহরী আপনার কাছেই মজুদ রয়েছেন।
- ৪। কারো গীবত বা পরচর্চা করবেন না। গীবত জাহান্নামের আগুন। গীবত সংসারের আগুন। গীবতকারীর জিভেও আগুন। এ সকল আগুন থেকে সাবধান হন!
- ৫। কারো চুগোলখোরী করবেন না বা কেউ কারো বিরুদ্ধে কথা বললে সেই কথা তার বিপক্ষকে লাগিয়ে দেবেন না। তাতেও লেলিহান আগুন আছে।
- ৬। কানে যা শুনবেন তাই বিবেক-বিচার না করে অপরের কাছে বলবেন না। উড়ো কথা প্রচার করবেন না। কারণ সে কথা মিথ্যা হলে, আপনিও একজন মিথ্যাবাদী হয়ে যাবেন।
- ৭। গুজবে থাকবেন না, গুজবে কান দেবেন না। গুজব রটাবেন না, রটা কথায় বিশ্বাস করবেন না। সন্দিগ্ধ কথা বর্ণনা করবেন না।
- ৮। ঠাট্টাছলেও মিথ্যা বলবেন না। মিথ্যাবাদিতা একটি কদর্য চরিত্র। মিথ্যা বলা অভ্যাস হলে আপনার সত্য কথাও কেউ বিশ্বাস করবে না।
- ৯। কথায় কথায় গালাগালি করবেন না, অশ্লীল বলবেন না। অকথ্য বলা ভালো লোকের পরিচয় নয়। জিহ্বা দ্বারা ব্যভিচার করবেন না।
- ১০। আপনি হকের উপর থাকলেও তর্ক করবেন না। তর্কে মঙ্গল নেই। প্রয়োজন হলে সৌজন্য সহকারে নিয়ম-নীতি মেনে করুন।



- ১১। তকদীর ও কুরআন বিষয়ক কোন তর্ক-বিবাদ করবেন না। বিতর্কের সময় অঞ্লীল বলবেন না।
- ১২। বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা কথা বলে, হাস্য উদ্রেককর কথা বলে লোককে হাসাবার চেষ্টা করবেন না। উপহাস করতে পারেন, কিন্তু তার কথা ও বিষয় সত্য হওয়া চাই।
- ১৩। কথা বলার সময় আপনার থেকে বড়কে কথা বলতে দেবেন।
- ১৪। কেউ আপনাকে কথা বলার সময় এদিক-ওদিক তাকালে জেনে নেবেন সে কথা আপনাকে দেওয়া একটি আমানত ও ভেদ। অতএব সে আমানতের খেয়ানত এবং সে ভেদ প্রচার করবেন না।
- ১৫। কেউ কথা বললে, তার কথা কাটবেন না। তার কথা বলা শেষ হলে, তবে আপনি কথা বলবেন।
- ১৬। বড়দের মুখের উপর মুখ দেবেন না। বড়দের সাথে; যেমনঃ আলেম ও শিক্ষকের সাথে, স্বামী ও আব্বা-আম্মার সাথে কথা বললে জোর গলায় বলবেন না।
- ১৭। কর্কশ ভাষায় কাউকে কথা বলবেন না। বরং নরম ও মিষ্টি করে কথা বলবেন। মহিলা বেগানার সাথে (পর্দার আড়ালে অথবা ফোনে) কথা বলার সময় এমন স্বর, সুর ও ভঙ্গিমায় বলবে না, যাতে রোগা মনের মানুষদের হৃদয়ে তার প্রতি আসক্তির অঙ্কুর গজিয়ে ওঠে।
- ১৮। কথা বলার সময় বড় উচ্চস্বরে কথা বলবেন না। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন, সবচাইতে ঘৃণিতি শব্দ হল গাধার শব্দ।[1]
- ১৯। কথা বলার সময় ধীরে ধীরে বলুন। তাড়াহুড়ো করে কোন কথা বলবেন না।
- ২০। কথায় কথায় কসম খাবেন না। আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম খাবেন না। ব্যবসায় কসম খাবেন না। মিথ্যা কসম খাবেন না।
- ২১। বিনা ইল্মে ফতোয়া দিবেন না, কোন মাসআলা বলবেন না, কোন সমাধান দেবেন না, দ্বীনের কোন দাওয়াত দেবেন না।
- ২২। বিপদে আল্লাহ ছাড়া গায়রুল্লাহকে আহবান করবেন না।
- ২৩। আপনার কথায় কোন প্রকার গর্ব ও অহংকার প্রকাশ করবেন না।
- ২৪। কোন গণককে ভাগ্য-ভবিষ্যৎ জিজ্ঞাসা করবেন না।
- ২৫। ছেলে-মেয়ে বা পশু-পক্ষীকে অভিশাপ করবেন না, বদুআ দেবেন না।
- ২৬। ঝড়-বৃষ্টি, মেঘ-বন্যা, রোগ, প্রকৃতি ও যুগকে গালি দেবেন না।
- ২৭। বিজাতির মাবৃদ এবং কারো মা-বাপকে গালি দেবেন না।
- ২৮। মা-বাপের কথায় 'উঃ' বলবেন না। তাঁদের জন্য নরম কথা বলবেন।
- ২৯। মিথ্যা অঙ্গীকার করবেন না। অঙ্গীকার ও চুক্তি ভঙ্গ করবেন না।
- ৩০। স্বপ্ন বানিয়ে বলবেন না। দুঃস্বপ্ন কাউকে বলবেন না।
- ৩১। কাউকে অপবাদ দেবেন না। কারো চরিত্রে কলঙ্ক দেবেন না।



- ৩২। কাউকে মিথ্যা দোষারোপ করবেন না। নিজের করা ভুল অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবেন না।
- ৩৩। নিজের বা অন্য কারো ভেদ ও রহস্য প্রকাশ করবেন না।
- ৩৪। নিজ পাপ-রহস্য প্রকাশ ও প্রচার করবেন না।
- ৩৫। স্বামী-স্ত্রীর মিলন রহস্য প্রকাশ করবেন না।
- ৩৬। পরস্ত্রীর সৌন্দর্য স্বামীর নিকট প্রকাশ করবেন না।
- ৩৭। দু' মুখে কথা বলবেন না।
- ७৮। অयथा काता कान ভाঙ্গাবেन ना।
- ৩৯। কারো সাথে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করবেন না।
- ৪০। কাউকে মন্দ খেতাবে ডাকবেন না।
- 8১। অশ্লীল ও বাজে গান গাইবেন না।
- ৪২। অশ্লীল ও বাজে কবিতা ও গজল গাইবেন না।
- ৪৩। মিথ্যা ঠাট-বাট ও জাঁক-জমক প্রকাশ করবেন না।
- 88। দারিদ্রের ভান করবেন না।
- ৪৫। কথার মাধ্যমে নিজের সম্ভ্রম ও আত্মমর্যাদা হারাবেন না।

ফুটনোট

[1]. সূরা লুকমান ১৯

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=8061

🚨 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন